প্রথম আলো

তারিখ ... ০৪ SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

৩৯ শতাংশ নিরক্ষরের দেশ

কালের পুরাণ

সোহরাব হাসান

এবারের সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'সাক্ষরতা ও টেকসই সমাজ'। অর্থাৎ একটি টেকসই সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশ ও সমাজের সব নাগরিককে ন্যূনপক্ষে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

অথচ আমরা সেই অবস্থান থেকে অনেক দূরে। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর আমরা মাত্র ৬১ শতাংশ মানুষকে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করতে পেরেছি। বাকি ৩৯ শতাংশ রয়ে গেছে নিরক্ষর। আমরা একটি ভালো শিক্ষানীতি করেছি। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করতে পারছি না। পদে পদে বাধা। আমরা মুখস্থনির্ভর শিক্ষা পরিহার করতে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালু করেছি। কিন্তু সেই সৃজনশীল শিক্ষা যাঁরা দেবেন, সেই শিক্ষক তৈরি করিনি। আমরা আমাদের শিক্ষার অগ্রগতি-উন্নতি নিয়ে ফলাও প্রচার করি। অথচ আমরা লক্ষ করছি না আমাদের প্রতিবেশীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার কত—এই প্রশ্নের জবাবেও একেক মহারথী একেক কথা বলেন। সরকারি ও বেসরকারি হিসাবেও আছে বিস্তর গরমিল।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গত বছর বলেছিলেন, দেশে সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। গত রোববার সংবাদ সম্মেলন করে তিনি বললেন ৬১ শতাংশ। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এক বছরের ব্যবধানে সাক্ষরতার হার ৪ শতাংশ-কমে গেল কীভাবে?

আসলে সাক্ষরতার হার কমেনি। সেবার আমরা সত্যটি স্বীকার করতে চাইনি। এবার করেছি।

বাংলাদেশে সাক্ষরতার হারের বিষয়টি অনেকটা গোলকধাঁধার মতো। যে যেমন পারেন বলে যাচ্ছেন; জরিপে যা-ই থাকুক না কেন?

আগে দেখতাম ক্ষমতাসীনেরা প্রথমেই একটি শিক্ষানীতি করতেন। সেই শিক্ষানীতির পক্ষে-বিপক্ষে বাগ্‌যুদ্ধ চলতে চলতে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হতো। নতুন সরকার এসে আগের শিক্ষানীতিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আরেকটি শিক্ষানীতি ঘোষণা করে দিত।

কিন্তু বর্তমান সরকারের সেই সুযোগটি আছে বলে মনে হয় না। কেননা, আগের সরকারটিও ছিল মহাজোটের সরকার। তাই আগের সরকার ভালো করলে তার শতভাগ কৃতিত্ব যেমন ক্ষমতাসীনেরা দাবি করতে পারেন, তেমনি আগের সরকার খারাপ করলে শতভাগ বদনামেরও দায় তাঁদের নিতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এবার ৬১ শতাংশ সাক্ষরতার হারের কথা বলেছেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বা বিসিএসের বরাতে। আগেরবার তিনি কোন্ সূত্রের বরাতে ৬৫ ভাগ বলেছিলেন? তবে মন্ত্রীর চেয়ে সচিব আরও এককাঠি সরেস। তৎকালীন সচিব কাজী আখতার হোসেন দাবি করেছিলেন, সাক্ষরতার হার নাকি ৭০-এ পৌঁছে গেছে।

অবাক হচ্ছেন? আরও ধাঁধা আছে। এটি ২০১৪ সালের ঘটনা। আগের বছর ২০১৩ সালে গণশিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আফছারুল আমীন। তিনি দাবি করলেন, সাক্ষরতার হার ৭১-এর ঘরে পৌঁছে গেছে। তিনি এখন মন্ত্রী না থাকলেও সাংসদ। জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর কাছে এই প্রশ্ন করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না যে তাহলে ১০ ভাগ সাক্ষরজ্ঞান মানুষ কোথায় গেল। তিনি কি তাঁদের চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে চালান করে দিয়েছেন?

বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী, ২০১২ সালে ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের সাক্ষরতার হার ছিল ৬০.৭ শতাংশ, ২০১১ সালে ছিল ৫৮.৮ শতাংশ, ২০১০ সালে ৫৮.৬ শতাংশ। আর ২০০৯ সালে ছিল ৫৮.৪ শতাংশ। বিবিএসের হিসাব বলছে, গত পাঁচ বছরে সাক্ষরতার হার আমরা বাড়াতে পেরেছি মাত্র ৩ শতাংশ। এভাবে চললে, দেশটি পুরো নিরক্ষরতামুক্ত করতে একুশ শতক পার করতে হবে।

ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করি, তখন দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ। ১৯৭৪ সালে সাক্ষরতার হার দাঁড়ায় ২৫.৯ শতাংশ। ১৯৯১ ও ২০০১ সালে সেই হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫.৩ শতাংশ ও ৪৭.৯ শতাংশ। ২০১০ সালে সাক্ষরতার জরিপে ৫৯.৮২ শতাংশে পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছিল।

এর পাশাপাশি যদি আমরা প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে তাকাই দেখব, ভারতে সাক্ষরতার হার ৭৪.৪ শতাংশ, নেপালে ৬৬ শতাংশ, ভুটানে ৬৪.৯ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ৯৮.১ শতাংশ, আমাদের পেছনে আছে পাকিস্তান ৫৫ শতাংশ ও আফগানিস্তান ২৪ শতাংশ। আমাদের আরেক প্রতিবেশী মিয়ানমারের সাক্ষরতার হার ৮৯ শতাংশ।

> দেশের ৩৯ শতাংশ নিরক্ষর রেখে কি কোনো দেশ সামনে এগোতে পারে? সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ করার কথা বলছে। কিন্তু সেটি কি বিপুলসংখ্যক মানুষকে নিরক্ষর রেখে সম্ভব?

সাক্ষরতা একটি দেশের উন্নয়নের অতি আবশ্যিক শর্ত। পৃথিবীতে এমন একটি দেশও নেই যে শতভাগ সাক্ষর হয়েও গরিব। প্রতিটি দেশই আগে শতভাগ বা তার কাছাকাছি সাক্ষর হয়েছে, তারপর উন্নতি করেছে। আর আমাদের নীতিনির্ধারকেরা আগে উন্নতি করে পরে দেশকে সাক্ষরতা দিতে চাইছেন। যাকে বলে উল্টোযাত্রা।

দেশের ৩৯ শতাংশ মানুষকে নিরক্ষর রেখে কি কোনো দেশ সামনে এগোতে পারে? সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ করার কথা বলছে। কিন্তু সেটি কি বিপুলসংখ্যক মানুষকে নিরক্ষর রেখে সম্ভব?

দক্ষিণ এশিয়ায় সাক্ষরতার হারে আমাদের থেকে পিছিয়ে আছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। বাকি পাঁচটি দেশই আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। আমরা শিক্ষার উন্নতি নিয়ে বড়াই করলেও পরিসংখ্যান তা মোটেই সমর্থন করে না।

সাক্ষরতার হার বাড়ানোর জন্য গণশিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে গত ৪৪ বছরে। হরেকরকম গণশিক্ষা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি আছে বেসরকারি উদ্যোগও। কিন্তু কোনোটাই আমরা ভালোভাবে করতে পারিনি। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের আমলে এই সাক্ষরতা নিয়ে হাস্যকর এক কাণ্ড হয়েছে। তিনি একেক উপজেলায় গিয়ে জনসভা করে সেই উপজেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করতেন।

আজ ২০১৫ সালে এসে গণশিক্ষামন্ত্রী সাক্ষরতার যে চিত্র দিলেন, সেটি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। তাহলে এত বছরে আমরা কতটা এগোলাম?

২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছিল, তাতে শিক্ষা ও বিজ্ঞান অনুচ্ছেদে বলা হয়: '২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হবে।'

এখন ২০১৪ নয়, ২০১৫ সাল। কিন্তু আমরা স্বাক্ষরতার হার শতভাগ দূরের কথা ৭০ ভাগেও পৌঁছাতে পারিনি। এ ব্যর্থতা কার—মাননীয় গণশিক্ষামন্ত্রী বলবেন কি?

যেখানে প্রতিবেশী দেশগুলো দ্রুত শিক্ষার হার বাড়িয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করছে, সেখানে আমাদের অদক্ষ জনশক্তি জীবিকার সন্ধানে গিয়ে থাইল্যান্ডের উপকূলে কিংবা মালয়েশিয়ার জঙ্গলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। আমরা তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারলে অন্তত এই করুণ পরিণতি ভোগ করতে হতো না।

● সোহরাব হাসান : কবি, সাংবাদিক।
sohrabhassan55@gmail.com